বোয়েসেলের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সকল তথ্য জানার জন্য মোবাইল অ্যাপস

মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করার ওয়েবসাইট
www.boesl.org.bd

BOESL

সৌজন্যে: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

এক নজরে বোয়েসেল

মানবসম্পদ অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরশীল দেশ বাংলাদেশ। প্রায় ২ মিলিয়ন যুবশক্তি প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিএমইটি) প্রাথমিকভাবে অভিবাসনের কাজ শুরু করে। কিন্তু আশির দশকে সরকার বেসরকারি এজেন্সির জন্য অভিবাসনের অনুমতি দেয় এবং বিএমইটি সরাসরি কর্মীঅভিবাসন বন্ধ করে দেয়। অভিবাসন সেক্টরে স্বচ্ছতা ও প্রফেশনাল অভিবাসন নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একমাত্র সরকারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। বোয়েসেল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি কোম্পানি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বোয়েসেল একটি লাভজনক সরকারি কোম্পানি। এ কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে বিদেশে কর্মী নিয়োগ করা এবং বিদেশগামী কর্মীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।

বোয়েসেলের লক্ষ্য

- নৈতিকভাবে, নিরাপদে এবং স্বল্প খরচে বিদেশে কর্মসংস্থান করা।

বোয়েসেলের রূপকল্প

- নৈতিক অভিবাসন নিশ্চিত করা।
- স্বল্প খরচে অভিবাসন নিশ্চিত করা।
- সঠিক পদে সঠিক ব্যক্তির যোগান দেয়া।
- মধ্যসত্বভোগী বা দালাল ছাড়া নিয়োগকর্তা এবং কর্মীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।
- দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার সাথে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

বোয়েসেলের অর্জন

- বোয়েসেল ১৯৮৬ সালে সরকারিভাবে ইরাকে ১০০০০(দশ হাজার) কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।
- ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে জি টু জি প্রক্রিয়ায় ৭৯,০০০(উনআশি হাজার) কর্মীর মালয়েশিয়াতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।
- দক্ষিণ কোরিয়াতে ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৭৫২৯ (সতের হাজার পাঁচশত উনত্রিশ জন) কর্মী জি টু জি প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করেছে।

- এছাড়াও জর্ডানে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৪০২৫১(চল্লিশ হাজার দুইশত একান্ন) জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী বিনা খরচে বা স্বল্প খরচে প্রেরণ করতে পেরেছে।
- অধিকন্তু জানুয়ারি ১৯৮৪ থেকে আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে সর্বমোট ৭৫৮২১ (পঁচাত্তর হাজার আটশত একুশ) জন কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে বোয়েসেলের মাধ্যমে ।

বোয়েসেলের মোবাইল অ্যাপস : বর্তমানে সেবার পদ্ধতি

বর্তমানে বোয়েসেলের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের বা বিদেশগমনেচ্ছুক কর্মীদের সকল তথ্য, যেমন বিদেশ গমনের চাকুরির ইন্টারভিউ সংক্রান্ত তথ্য, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমাকরণ, ফ্লাইট সিডিউল এবং ভিসা, বিমানের টিকিট সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্যান্য সকল তথ্য জানানোর জন্য বোয়েসেলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং বিদেশগামী কর্মীদের মোবাইলে কাংখিত এস.এম.এস প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিদেশগামী কর্মীদের সকল তথ্য আদান-প্রদানে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগের এ মাধ্যমকে আরও ডিজিটালাইজড পর্যায়ে নেওয়ার জন্য বিদেশগামী কর্মীদের মোবাইলে কাংখিত তথ্য প্রেরণের জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল অ্যাপস-এর সুবিধা

মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হলে বিদেশ গমনইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তি তার মোবাইলে উক্ত মোবাইল অ্যাপস ইনস্টল করে রাখলে বোয়েসেল কর্তৃক প্রদানকৃত যে কোনো তথ্য মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে দেখতে পারবেন। বর্তমানে বিদেশগামী কর্মীদেরকে বোয়েসেলের ওয়েবসাইটে ঢুকে তথ্য দেখতে হয় বা এস.এম.এস-এ তথ্য পেয়ে থাকেন কিন্ত মোবাইল অ্যাপস তৈরী করা হলে বিদেশ গমনইচ্ছুক প্রার্থীর নিকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশন চলে যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে এস.এম.এস-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৬০ অক্ষরের বার্তা প্রেরণ করা যায় কিন্তু মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন নোটিশ, বড় ডকুমেন্ট, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি তথ্য খুব সহজে প্রেরণ করা যাবে। তখন প্রার্থীকে তথ্যগুলো পাওয়ার জন্য বোয়েসেলের ওয়েবসাইটে ঢুকে তথ্য দেখতে হবে না। শুধুমাত্র নিজ মোবাইলে অ্যাপস ইনস্টল রেখে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই দেখতে পাবেন। মোবাইল অ্যাপস-এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীরা যে কোনো অভিযোগ প্রেরণ করতে পারবেন। এ প্রক্রিয়া বিদেশ গমনইচ্ছুক কর্মীদের মধ্যে এবং বোয়েসেলের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সেতুবন্ধন তেরি করবে ।

মোবাইল অ্যাপস-এর ড্যাশবোর্ড

মন্তব্য

বিদেশগামী কর্মী কিংবা বিদেশে যেতে চায় এমন সাধারণ নাগরিকও বোয়েসেলের মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বোয়েসেলের মোবাইল অ্যাপসটি তৈরি করতে কারিগরি ও আর্থিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। এজন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।